সহনশীলতা

মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি স্পেশাল আর্টিকেল ৮

নভেম্বর ৭, ২০১৫

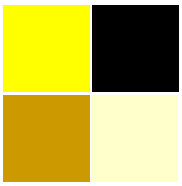

[এই রচনার সকল মন্তব্য এবং যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়]

©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

সহনশীলতা

১. বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে আমরা বেশ উদ্বিগ্ন। একের পর এক ব্লগার হত্যার পর এখন হত্যা করা শুরু হয়েছে বই প্রকাশকদের। এই হত্যাকান্ড না থামানো গেলে আগামীতে হয়তো বই বিক্রেতা এবং বই পাঠকদের উপরও একই মাত্রার হামলা হতে পারে। এর পাশাপাশি চলছে বিদেশী হত্যাকান্ড এবং পুলিশ হত্যাকান্ড। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন বেশ ঘোলাটে এবং দেশের অনেকেই এখন নিরাপাওাহীনতায় ভুগছেন।

আমরা এই পরিস্থিতির অবসান চাই। আমরা চাই দোষী ব্যক্তিরা ধরা পড়ুক এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের শাস্তি নিশ্চিত হোক। তা না হলে এই হত্যাকান্ডের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে তা বাংলাদেশের সামগ্রিক জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলবে।

২. ব্লগারদেরকে হত্যার পর শুরুতে হত্যাকারীদের ঠিকই ধরা হয়েছে, কিন্তু তারপরও এই হত্যাকান্ড থেমে থাকেনি। এর অর্থ হল এই হত্যাকান্ডের সাথে শুধুমাত্র গুটিকয়েক বিক্ষুব্ধ তরুণ যুক্ত নয়। যুক্ত রয়েছে আরো অনেকে।

এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো নিজের উদ্যোগেই এই কান্ডগুলি ঘটাচ্ছে। আবার অনেকেই হয়তো প্রভাবিত হচ্ছে অন্য অনেকের মাধ্যমে। তাই এই ঘটনাগুলির পিছনে নানা ধরনের তত্ব দাঁড় করানো যেতে পারে।

তবে হুট করে কোন মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি। আমাদের সবার উচিত এই ব্যাপারে সাবধান থাকা।

৩. ভুলে গেলে চলবে না, ব্লগারদেরকে টার্গেট করে এই ধারাবাহিক হত্যাকান্ডের শুরু হয়েছিল ধর্মের অবমাননাকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘদিন ধরে কিছু ব্লগে লাগামহীনভাবে ধর্মের অবমাননা করছিল কিছু বগার। আর এই অবমাননার বিষয়টিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে একটি গোষ্ঠীর জন্ম হয় যারা ঠিক করে ধর্মের অবমাননাকারী এই ব্লগারদেরকে মেরে ফেলা উচিত।

আমরা এই ব্লগগুলি পড়িনি। তাই এই ব্লগগুলিতে আসলেই কি মাত্রার ধর্মের অবমাননা করা হয়েছিল তা আমরা জানতাম না। তবে পরবর্তিতে জাতীয় পৃন্ট মিডিয়াতে এই ব্লগগুলোর লেখা প্রকাশিত হওয়াতে আমরা এই সম্পর্কে জানতে পারি।

এই রিপোর্টগুলি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা বলব, এই ব্লগগুলি ছিল চরম মাত্রায় ধর্মের জন্য অবমাননাকর। যে কোন সাধারণ ধার্মিক এই ব্লগগুলি পড়লে সংক্ষুব্ধ হবেই। আর তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে অহিংসভাবে, কিংবা সহিংসভাবেও।

সেসময়ে আমরাও আমাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলাম একটি বিবৃতি প্রচারের মাধ্যমে। অন্যান্য অনেক ধার্মিক ব্যক্তি তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মহাসমাবেশ করে। অনেকে সহিংস হয়ে গিয়েছিলেন। তারা আক্রমণ করেছিলেন সাংবাদিকদেরকে।

তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশটি ১৬ কোটি মানুষের। এই দেশে নানা জাতের, নানা মতের মানুষ আছে। তাই ধর্মের অবমাননার এই বিষয়টিকে কেউ কেউ হয়তো এতোটা সহজে মেনে নিতে পারেনি। তারা মনে করেছে অস্ত্র হতে এই ব্লগারদেরকে একের এক হত্যা করতে পারলে সেটাই হবে সঠিক প্রতিক্রিয়া।

৩. আমরা যতদুর জানি, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ধর্মের অবমাননার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তাই আজ আমরা বলব, ধর্মের অবমাননাকারী এই ব্লগারদেরকে যদি সেসময় আইনের আওতায় আনা হত, এবং শাস্তি নিশ্চিত করা হত, তাহলে সমাজে তাদের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ প্রশমিত হত। ফলে কিছুদিন শাস্তি পেয়েই তারা হয়তো আবারো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারতেন।

কিন্তু তা হয়নি। বাংলাদেশে যে সকল আইন রয়েছে, বেশির ভাগ সময়ই তা প্রয়োগ করা হয় না। আর এই আইন প্রয়োগের অভাবের কারণেই মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার জন্ম হয় এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ে।

ধর্মের অবমাননাকারীদেরকে দেশের ভিতরেই শাস্তি নিশ্চিত করলে সমাজে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রশমিত হওয়ার প্রমাণ বাংলাদেশেই রয়েছে। এর জন্য অন্য দেশ থেকে দৃষ্টান্ত আনার কোন দরকার নেই।

৪. বাংলাদেশে সর্বত্র যে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলছে, তার ফলশ্রুতিতে একদল আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে, এবং অপরদল ভিকটিম হওয়ার পরও বিচার চাইছেন না। এই প্রবণতা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য ভাল নয়। এই পরিস্থিতির জন্য কি কি বিষয় দায়ী, তা খুঁজে দেখার জন্য আমরা বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ জানাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের অতীতের কিছু বক্তব্য নীচে তুলে ধরছি। ২০১৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী **"আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করুন, প্রতিষ্ঠা করুন ন্যায়বিচার"** শীর্ষক স্পেশাল আর্টিকেলে আমরা বলেছি,

".....আইনের শাসনের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে রায় হয়ে যাওয়ার পর বিচারকের দেয়া সেই রায়কে মেনে নেয়া। সাধারণ মানুষের মনে যদি রায় মেনে নেয়ার এই চেতনা জাগ্রত না হয়, তাহলে আদালতের সিদ্ধান্তকে আর কেউ মানবে না। ফলে ধীরে ধীরে দেশ পতিত হবে এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে। পরস্পরের মধ্যে বিরোধের ফয়সালা করতে গিয়ে মানুষ তখন আইন নিজের হাতে নেয়া শুরু করবে। ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের মধ্যে যেমন রায় মেনে নেয়ার চেতনা জাগ্রত করা প্রয়োজন, তেমনি বিচারকদেরও উচিত সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকার পরও এমন কোন বিপরীত রায় প্রদান না করা যার কারণে ভবিষ্যতে বিচারিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

বিচারকরা যাতে ভুল রায় না দেন, তাদের সঠিক রায় দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের যাতে সৃষ্টি হয়, তার জন্য সকল মহলেরই সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকারের যেমন উচিত এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে বিচারকরা নির্ভয়ে একটি নিরপেক্ষ রায় দিতে পারেন, তেমনি সচেতন মানুষদেরও উচিত এমন কোন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা যার কারণে প্রভাবিত হতে পারেন বিচারকরা।"

৫. বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে দমন-পীড়ন চলছে, তার সাথে এই হত্যাকান্ডগুলির সরাসরি কোন যোগসূত্র না থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি দমন-পীড়নের এই ঘটনাগুলি পরোক্ষভাবে হলেও একদল মানুষের মনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। তারা মনে

করছে, বাংলাদেশে আইন-আদালত বলে কিছু নেই। ফলে তাদের এই অনুভূতি তাদেরকে উৎসাহিত করছে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার ব্যাপারে।

এই দমন-পীড়নের কারণে শুধু ব্যক্তিবিশেষ আক্রান্ত হচ্ছেন না, আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের পুরো পরিবার। তাই সরকারের এই ধরনের আচরণ সংক্ষুব্ধ করছে সমাজের অনেক ব্যক্তিকে। তাদের মধ্যে সকলেই যে নীরবভাবে এই দমন-পীড়ন মেনে নেবেন, সেটা নাও হতে পারে। অনেকে চিন্তা করতে পারেন, এই দমন-পীড়নের প্রতিবাদ করা উচিত সহিংসভাবেই।

৬. চাপাতি-রামদা দিয়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করার সংস্কৃতি বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে এই ধরনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। এই ধরনের ঘটনায় সমাজে এখন আর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। আমরা প্রকারান্তরে মেনেই নিয়েছি রাজনৈতিক মাঠে এই ধরনের ঘটনা ঘটবেই।

অথচ কিছু ব্যক্তি যখন ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে একই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে, তখন আমরা বিচলিত হচ্ছি। সমাজের সর্বত্র যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে, তরুণদের রাজনৈতিক আবেগকে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন আমরা ধরে নিতে পারিনা একইভাবে তরুণদের ধর্মীয় আবেগকে কেউ নেতিবাচক পথে ব্যবহার করবে না।

তাই আমরা মনে করি, বর্তমান ঘটনাবলী দেশের সামগ্রিক সুশাসনহীনতারই প্রতিফলক।

৭. বর্তমান প্রজন্মে ফেসবুকের কারণে তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে নানাজন নানাভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন। এই তথ্য প্রবাহের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এর মধ্যে কোন নিয়ন্ত্রণ বা ফিল্টার নেই। এই তথ্য প্রবাহ কোন সম্পাদক কিংবা বার্তা বিভাগের প্রধানের টেবিল হয়ে আসছে না।

মানুষ এখন তথ্য প্রবাহের জন্য পৃন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই জাতীয় মিডিয়া যদি সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে পাওা না দেয়, সমাজের একটি বিরাট অংশকে মিডিয়ার আওতার বাইরে রেখে দেয়, তাহলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অসন্তোষ বাড়বে।

৮. সমাজে উগ্রপন্থার বিকাশ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন মধ্যপন্থাকে সমর্থন দেয়া। মধ্যপন্থার বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বাংলাদেশের জাতীয় মিডিয়াতে মধ্যপন্থার কোন কদর নেই।

জাতীয় মিডিয়াতে সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কোন ভাল কর্মকান্ড তুলে ধরা হয় না। তাদের সফলতার কোন খবরও প্রচার করা হয় না। প্রতি বছর বাংলাদেশের একাধিক কোরআনে হাফেজ বিদেশে গিয়ে দেশের জন্য সম্মান বয়ে নিয়ে আসছেন। অথচ তাদের এই সফলতার সংবাদ মুলধারার মিডিয়াতে দেখা যায় না।

ইসলামের দৃষ্টিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে কি কি করণীয়, এই ব্যাপারে দেশের বিজ্ঞ আলেমরা কি ভাবছেন, তা নিয়েও কোন প্রকার আগ্রহ নেই মিডিয়ার মধ্যে।

৯. ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের অবমাননাকারীদের ক্ষমা করার দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কঠোর শাস্তির দৃষ্টান্তও। তবে এই শাস্তি প্রয়োগ করার এখতিয়ার শুধুমাত্র সেই সকল ব্যক্তির উপরে যাদেরকে সমাজ এই এখতিয়ার প্রকাশ্যে দিয়েছে।

আমরা নিজেরা আইন হাতে তুলে নিয়ে কাউকে যদি হত্যা করে ফেলি, তাহলে তা বিবেচিত হবে অন্যায় হত্যাকান্ড হিসাবে। কিন্তু একই আদেশ যদি দেন একজন বিচারক, তাহলে তখন তাকে বলা হয় মৃত্যুদন্ড। আর যে ব্যক্তি এই মৃত্যুদন্ড দিচ্ছেন, সবার আগে দেখতে হবে, তার এই মৃত্যুদন্ড দেয়ার এখতিয়ার আছে কিনা। যদি না থাকে, তাহলে তার দ্বারা মানব হত্যা বিবেচিত হবে অন্যায় হত্যাকান্ড হিসাবে।

এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বর্তমান যুগে কিভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, সেই বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে ধর্মের অপব্যবহারের সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি বাড়বে ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে তরুণদেরকে ব্যবহার করার প্রবণতা।

১০. বিচারকরা যখন রায় দেন, তখন তা মেনে নেয়াই নিয়ম। তা লঙ্ঘন করা যাবে না। কিন্তু তা যদি মানা না হয়, তাহলে বিচারকদের পক্ষে কিছুই করার থাকে না। কারণ সরকারের প্রশাসন, পুলিশ, যারা কিনা এই রায় বাস্তবায়ন করবেন, তারা কেউই বিচারকদের সরাসরি অধীনে নন।

তাই সমাজের একটি নিয়ম হল, বিচারকদের রায় যাতে সবাই মেনে চলে, তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

কেউ যদি বিচারকদেরকে অবমাননা করে, তাহলে তার শাস্তির বিধান রয়েছে। এই শাস্তির বিধান না থাকলে মানুষ অপছেন্দের রায় মানতে চাইবে না। তারা এর লাগামহীন বিরোধীতা করা শুরু করবে। তারা বিচারকদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে। খারাপ কথা বলবে।

ফলে এক সময় আসবে, যখন বিচারকরা হয়ে যাবেন মুল্যহীন।

ধর্মের অবমাননার বিষয়টিও অনেকটা এই রকম। ধর্ম মানুষকে একে অপরকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয়। ভাল কাজের উৎসাহ প্রদান করে।

আমরা দরিদ্রদেরকে সাহায্য করি, কারণ আমরা তা শিখেছি ধর্ম থেকেই। তা না হলে আমরা শুধু শুধু কেন দরিদ্রদেরকে সাহায্য করব? আমাদের তাতে লাভ কি?

ধর্মই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে পাড়া-পড়শীদের বিপদে-আপদে এগিয়ে যেতে, ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলতে। ধর্মই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে তুলতে।

ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে বলেই আমার দুর্নীতিপ্রবণ একটি দেশে থেকেও দুর্নীতিকে ‘না’ বলি। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা না থাকলে আমরা হয়তো এতোদিনে দুর্নীতিকে বরণ করে নিতাম।

ধর্মই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে অপরের সম্পত্তি বা জিনিস জোর করে দখল করা কিংবা চুরি করা অন্যায়। এই শিক্ষা যদি না দেয়া হত, তাহলে মানুষ চুরি করাকে আর খারাপ মনে করত না।

এই শিক্ষাগুলো কাজে লাগছে সমাজ এবং জাতিকে এগিয়ে নিতে। এই শিক্ষাগুলো মুলত উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মের এই বিষয়গুলির চর্চা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ধর্মের এই দীক্ষাগুলো মানুষ মানছে কিনা, তা দেখার জন্য আল্লাহপাক কোন পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি করেননি। তিনি এই দেখভালের ভার ছেড়ে দিয়েছেন মানুষের উপর।

তাই মানুষের দায়িত্ব ধর্মের এই নিয়মগুলো রক্ষা করার। তা না হলে ধর্মের এই শিক্ষাগুলো মানুষ আর মানবে না।

ধর্মের অবমাননার বিরুদ্ধে সমাজের অবস্থানের প্রয়োজনটাও এখানেই।

১১. ধর্মের অবমাননা এবং ধর্মের সমালোচনা এক কথা নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ধর্মীয় এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার। এই আলোচনাকে যদি কেউ ধর্মের অবমাননা হিসাবে গণ্য করেন, তবে তা হবে ভুল।

বাংলাদেশে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা ধর্মের আবরণ দিয়ে বৈধ করে ফেলা হয়েছে। অনেক ধর্মীয় কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত আছে, যা ইসলাম ধর্ম সমর্থন করে না। তাই এই সকল ব্যাপারে উত্তেজিত না হয়ে ভিন্নমতের ব্যক্তিদের সাথে এক সাথে বসে খোলাখুলি আলোচনা করা উচিত।

১২. যারা ধর্ম মানেন না, যারা নিজদেরকে 'নাস্তিক' দাবি করেন, তারাও কিন্তু ধর্মের অনেক বিষয় মেনে চলেন। তাদের অনেকেই দরিদ্রদেরকে সাহায্য করেন, ভাল কাজে এগিয়ে যান। তারা এই শিক্ষাটি পেয়েছেন তাদের পরিবারের কাছ থেকে, যাদের অনেকেই হয়তো ধর্ম মেনে চলতেন।

আবার যাদের পরিবারের ভিতরেও ধর্মের চর্চা ছিল না, তারাও কিন্তু ধর্মের এই শিক্ষাগুলো পেয়েছেন হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, বয়স্কদের থেকে, কিংবা সমাজ থেকে। সমাজে এই ধরনের ভাল কাজের চর্চা কিন্তু শুরু হয়েছে ধর্মের কারণেই। অন্য কোন কারণে নয়।

১৩. একটি মুসলিম প্রধান দেশে নাস্তিকদের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়। নাস্তিক হল তারাই যারা আলাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নন। তারা মনে করেন আল্লাহ বলতে কিছু নেই।

যারা ব্যক্তি জীবনে নামাজ পড়েন না, জুমার নামাজে যান না, তাদেরকে চট করে নাস্তিক বলা যাবে না। আমরা বাইরে থেকে কখনো জানতে পারব না, তাদের অন্তরে আল্লাহর

প্রতি বিশ্বাস আছে কিনা। যিনি নিয়মিত ধর্মচর্চা করেন না, তিনি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, এমন ভাবার কোন কারণ নেই।

বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যা চোখে দেখা যায় না। তাই কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ থেকেই না বলছেন তিনি নাস্তিক, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে নাস্তিক বলা যাবে না। কোন কিছু না জেনে কোন ব্যক্তিকে অবিশ্বাসী বলার বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ইসলাম ধর্মে।

১৪. আবার যারা সত্যি সত্যি নাস্তিক, তাদেরকেও ঘৃণা করারও কিছু নেই। আমরা কখনোই জানি না, আল্লাহপাক ভবিষ্যতে তাদেরকে হেদায়েত করবেন কিনা। যদি হেদায়েত করেন, তাহলে এই সকল ব্যক্তিরাই ভবিষ্যতে পরিণত হতে পারেন ইসলামের প্রথম কাতারের কলম সৈনিকে। তাই তাদেরকে ঘৃণা না করে বরং তাদের উপর আলাহর হেদায়েতের জন্য দোয়া করা উচিত।

১৫. এই প্রসঙ্গে মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রাঃ) এর ঘটনা প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন প্রথম সারির মুশরিক। তিনি তরবারি হাতে রাসুল (সাঃ) কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা! রাসুল (সাঃ) তাকে জড়িয়ে ধরলেন। উমর (রাঃ) এর হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। আর তিনি আল্লাহর হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে পরিণত হলেন ইসলামের প্রথম সারির একজন যোদ্ধায়।

রাসুল (সাঃ) তখন যদি তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হতেন, কিংবা তাকে হত্যা করে ফেলতেন, তাহলে মুসলিম জাহান তার দ্বিতীয় খলিফাকে পেত না।

১৬. ইসলামের প্রথম যুগে নাস্তিকতা বলতে কোন বিষয় ছিল না। সেসময় মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। তবে তাদের সমস্যা ছিল, তারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে অংশীদার করত। তারা মূর্তিপূজা করত।

নাস্তিকতার ধারণাটি এসেছে মূলত পাশ্চাত্য থেকে। এক সময় পাশ্চাত্যে ধর্মের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। রাজা-বাদশাহরা ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের কথা শুনতেন। তাদের কথাতেই আইন হত। চার্চের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারত না।

এক সময় বিজ্ঞানের যুগ এল। নতুন নতুন আবিষ্কার হতে লাগল। কিছু আবিষ্কার সরাসরি ধর্মের বিরুদ্ধে চলে গেল। যেমন, পবিত্র বাইবেলে লেখা ছিল পৃথিবী স্থির। কিন্তু পরে প্রমাণিত হল, পৃথিবী সুর্যের চারদিকে ঘুরছে।

আবার লেখা ছিল, পৃথিবীর পরিধি মাত্র কয়েক হাজার মাইল। কিন্তু পরবর্তিতে প্রমাণিত হল পৃথিবীর পরিধি আরো অনেক বেশি।

এর ফলশ্রুতিতে একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হল যারা বলতে লাগল, গডের বইয়ের লেখা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আর গড যদি সত্যিই থেকে থাকেন, তাহলে তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে এই ভুল করতে পারেন না। অতএব সমাধান একটাই। সেটা হল গড বলতে আসলে কিছু নেই।

কিন্তু এই ব্যক্তিরাই যদি আরো একটু বেশি গবেষণা করতেন, আরো কিছু সময় ব্যয় করতেন, তাহলে হয়তো তারা ভিন্ন কিছু দাড় করাতে পারতেন।

যেমন তারা যদি বলতেন গড তো ভুল করতে পারেন না। তাই এই ভুল তাহলে কোথা থেকে এল? এই ভুল কি আমাদের নিজেদের? পবিত্র বাইবেল সংরক্ষণে কি আমাদের কোন সমস্যা হয়েছে?

মুসলিমদের মধ্যে এই ধরনের কোন সমস্যা হয়নি[১]। আসলে এই সমস্যা হতে দেননি মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা আবুবকর (রাঃ)। তার শাসনামলে তিনি পবিত্র কোরআন সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন এই কাজটি করা হয়েছিল খুবই দক্ষতার সাথে এবং পবিএ কোরআন যেভাবে নাজিল হয়েছিল, তার সবটুকুই সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল সেসময়ে।

ফলে আমরা আজকে যে কোরআন দেখছি, তার কপি মাত্র একটিই। সারা পৃথিবীতেই একই কোরআন আমরা পড়ছি, শিখছি।

[১] আসলে পবিত্র কোরআনে এই ধরনের কোন সুযোগ আল্লাহপাক নিজেই রাখেননি। যে সকল বিষয়ে ভবিষ্যতে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, সেই সকল বিষয় পবিত্র কোরআনে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন, পবিত্র কোরআন যখন নাজিল হয়েছিল, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞান উৎকর্ষতা লাভ করেনি। কিন্তু আল্লাহপাক ঠিকই জানতেন ভবিষ্যতে পৃথিবী এবং সুর্যের প্রদক্ষিণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে চন্দ্র এবং সূর্য তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবী স্থির, নাকি ঘুরছে, সেই বিষয়ে কোন কিছুই পবিত্র কোরবানে বলা হয়নি। তাই পরবর্তিতে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের টলেমির মতবাদ যেমন মানতে অসুবিধা হয়নি, তেমনি এই মতবাদ যখন উল্টে গেল, তখন সেই নতুন মতবাদ মানতেও কোন অসুবিধা হয়নি।

আবুবকর (রাঃ) যদি এই উদ্যোগ না নিতেন, তাহলে হয়তো আজ আমরা কোরআনের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ দেখতে পেতাম। ভিন্ন ভিন্ন এই সংস্করণগুলোর বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হত। ফলে এক সময় আসত, যখন মানুষ ধর্ম থেকে দুরে সরে যেত, যেভাবে দুরে সরে গিয়েছে উন্নত বিশ্বের লোকেরা।

১৭. ইসলামের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে কোন বিভেদ না থাকাতে মুসলিমদের মধ্যে তাদের ধর্ম নিয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে আবেগ অনেক বেশি। ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে নানা ধরনের মত থাকলেও ইসলামের মৌলিক বিষয় নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই।

আল্লাহ একজন, নাকি একাধিক; দিনে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত, নাকি সাত ওয়াক্ত; জুমার নামাজ শুক্রবার, নাকি শনিবার – এই সকল মৌলিক বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। ফলে ইসলাম ধর্ম নিয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় আবেগ অনেক বেশি।

১৮. তাই এই আবেগের সাথে যদি যুক্ত হয় ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, তাহলে এই আবেগকে পরিচালিত করা যেতে পারে ভুল পথে। তাই নেতিবাচক পথ থেকে মুসলিমদেরকে সরিয়ে আনতে হলে সবার আগে প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া। তা না হলে মুসলিমদের এই আবেগকে ব্যবহার করে তাদেরকে নেতিবাচক পথে ঠেলে দেয়ার লোকের অভাব হবে না।

যারা তরুণদের ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে তাদেরকে নেতিবাচক দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তারা সত্যই ধর্মানুরাগী, নাকি তাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে, তা কেউই জানে না। আপনার যদি শখ থাকে জমি দখলের, আর তরুনদেরকে বলতে থাকেন অমুক জমিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ আমি রক্ষা করতে চাই, তাহলে আপনার কথায় বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হতে পারে কোমলমতি তরুণরা।

১৯. আনবিক শক্তি দিয়ে যেমন মারণাস্ত্র বানানো যায়, তেমনি একই শক্তি দিয়ে তৈরি করা যায় হাজার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। তাই এই আনবিক শক্তিকে আপনি কোন পথে কাজে লাগাবেন, তা আপনাকেই ঠিক করতে হবে।

ধর্মের শক্তিটাও অনেকটা এই রকম। এই ধর্মের শক্তির কারণেই মুসলিম তরুণরা পরিবার-পরিজন ছেড়ে ছুটছে সিরিয়াতে গিয়ে যুদ্ধ করতে। তাদের একটি অংশ আবার বোমা বেধে আত্মহত্যা করতেও পিছপা হচ্ছে না। আরেক দল বাংলাদেশে একের পর এক হত্যাকান্ড চালাচ্ছে।

তাই এই শক্তিকে যদি স্বীকার করা না হয়, তাহলে এই শক্তি কিন্তু সমাজে কমবে না, রয়ে যাবে। কারণ ধর্মীয় শক্তি সত্য। সত্যকে আপনি সরাতে পারবেন না। ফলে এই শক্তির অপব্যবহার হবে অবশ্যম্ভাবী।

২০. যুগে যুগে ইসলামের এই শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অসংখ্য ব্যক্তি স্বনামধন্য হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন সুফী-দরবেশ যারা শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারের জন্য এই অঞ্চলে এসেছেন। ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি তারা জনগণের সেবা করতেন, মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে যেতেন।

বাংলাদেশে শাহজালাল (রঃ), শাহ আমানত (রঃ), বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ) প্রমুখ সুফী সাধকের আগমন ঘটেছে। তারা সকলেই ছিলেন ধর্মপ্রচারকারী এবং সমাজে ধর্মের ইতিবাচক কর্মকান্ডের অনুসারী।

শত শত বছর আগে তাদের আগমন ঘটলেও মানুষ এখনো তাদেরকে স্মরণ করছে। অথচ সময়ের সাথে সাথে তাদের নাম বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কারণ তাদের সময়ে কোন মিডিয়া ছিল না, ছিল না কোন ব্লগ। কিন্তু তারপরও তাদের কর্মকান্ড মানুষ ভুলতে পারেনি।

তাই বর্তমান তরুণ প্রজন্মের এই ধর্মীয় আবেগকে সঠিক জ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে যদি সঠিক পথে কাজে লাগানো যায়, তাহলে জাতি হিসাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি অনেক দুর।

শেষ কথা

দুঃখ ছাড়া যেমন সুখের মর্ম বোঝা যায় না, রাত ছাড়া যেমন দিনের কদর হয় না, ঠিক তেমনি ধর্মের বিরোধীতা আছে বলেই ধর্মের বাণী প্রচারে এতো আনন্দ আছে।

ধর্মের বিরোধীতা শুধু আজকের নয়। যুগে যুগে তা হয়ে আসছে। এই ধরনের বিরোধীতা বরং ধার্মিকদেরকে উৎসাহিত করেছে তাদের ধর্ম প্রচারের কাজে আরো বেশি আত্মনিয়োগ করতে।

বর্তমানের যুগ ইন্টারনেটের যুগ, অবাধ তথ্য-প্রবাহের যুগ। এই যুগে মানুষের মতামতকে আপনি আটকে রাখতে পারবেন না। ধর্মের বাণী প্রচার করলে তার বিরোধীতা হবেই। তাই এই ধরনের ধর্মীয় বিরোধীতায় বিচলিত না হয়ে বরং ধর্মের বাণী প্রচারে নতুন নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো উচিত।

আমরা মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতি উওরণে সবার আগে ধার্মিকদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সমাজের বিভিন্ন স্তরে উগ্রপন্থার সপক্ষে নীরব অবস্থান থাকতে পারে। তাই সমাজের খ্যাতিমান আলেম-ওলামাদের উচিত সমাজের সবাইকে এই বিষয়ে সচেতন করে তোলা, ইসলাম ধর্মের সঠিক অবস্থানটি সবার কাছে তুলে ধরা।

আমরা মনে করি, সমাজের সর্বস্তরে এই বিষয়ে গণসচেতনতা উগ্রপন্থা দমনে একটি কার্যকর পন্থা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। একদিকে ধর্মীয় উগ্রপন্থা বিকাশ রোধে যেমন কার্যকর আইনি পদক্ষেপ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ধর্মের অবমাননার বিরুদ্ধে সঠিক অবস্থান গ্রহণ। ধর্মের অবমাননা ধর্মীয় উগ্রপন্থারই উল্টো পিঠ। দুটোই উগ্রপন্থা হিসাবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের আনাচ-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য মসজিদ। প্রতিটি মসজিদে রয়েছেন ইমাম-মুয়াজ্জিন যাদের বিরাট প্রভাব রয়েছে এলাকার জনগোষ্ঠীর উপর।

২০০৫ সালে জঙ্গীবাদ দমনে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এই ইমামরা একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সেসময় আমরা ইমামদের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির এই আইডিয়াটি সরকারের কাছে বিশেষ উপায়ে পাঠিয়েছিলাম। বেগম খালেদা জিয়া'র নেতৃত্বাধীন তৎকালীন জোট সরকার এই আইডিয়াটির দ্রুত বাস্তবায়ন করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে কোন এক শুক্রবারের জুমার নামাজের খুৎবায় জঙ্গীবাদ বিরোধী বয়ানে একসাথে গর্জে উঠেছিলেন সারা দেশের লক্ষাধিক ইমাম।

মুসলিম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সুলতানরা ঠিক একইভাবে ইমামদের মাধ্যমে সারা দেশে কোন একটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতেন। সেসময় কোন মিডিয়া ছিল না, কোন ইন্টারনেট-বগ ছিল না। তাই গণসচেতনতা সৃষ্টিতে মসজিদের ইমামরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন।

উগ্রপন্থাবিরোধী জনমত সৃষ্টি করার জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারও একই আইডিয়ার অনুসরণ করতে পারে। ফলে জুমার নামাজে উগ্রপন্থাবিরোধী বয়ানে সারা দেশের লক্ষাধিক ইমাম গর্জে উঠতে পারেন আরো একবার।

বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী-ইসলামপন্থী সবাইকেই এখন এক কাতারে দাঁড়াতে হবে। বর্তমান সময়ে এসে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে যদি আবারো ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হই, তাহলে তা হবে সত্যিই দুঃখজনক।

"And how could I help knowing something of atheism too? Every Indian knew Bradlaugh's name and his so called atheism. I read some book about it, the name of which I forget. It had no effect on me, for I had already crossed the Sahara of atheism. Mrs. Besant who was then very much in the limlelight, had turned to theism from atheism. I had read her book *How I became a Theosophist.*

It was about this time that Bradlaugh died. He was buried in the Working Cemetery. I attended the funeral, as I believe every Indian residing in London did. A few clergymen also were present to do him the last honours. On our way back from the funeral we had to wait at the station for our train. A champion atheist from the crowd heckled one of these clergymen. "Well sir, you believe in the existence of God?"

"I do", said the good man in the low tone.

"You also agree that the circumference of the Earth is 28,000 miles, don't you?" said the atheist with a smile of self-assurance.

"Indeed."

"Pray tell me then the size of your God and where he may be?"

"Well, if we but knew, He resides in the hearts of us both."

"Now, now, don't take me to be child," said the champion with a triumphant look at us.

The clergymen assumed a humble silence.

This talk still further increased my prejudice against atheism.

- M. K. Gandhi

Excerpt from "M.K.Gandhi:An Autobiography, The Story of My Experiements with Truth".

লেখকের নিজের কথা

জন্মস্থান বাংলাদেশের সিলেট জেলা। বর্তমানে সৌদি আরবে একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন যথাক্রমে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। পাশ করার সাথে সাথেই ঢাকা'র সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগে (সিপিডি) ইন্টার্ন হিসাবে গবেষণা জীবনের শুরু।

পরবর্তীতে আবারো মাস্টার্স করতে পাড়ি জমান ইউএসএ'তে। এবারের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড – কলেজ পার্ক। সেখান থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০০২ সালে।

ফিরে আসেন আবার বাংলাদেশে ২০০৩ এর শেষের দিকে। পুনরায় যোগ দেন গবেষণা কাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় থেকে পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলেও লেখক হিসাবে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক ***'যায়যায়দিন'*** পত্রিকার মাধ্যমে। ২০০৪–২০০৬ সময়কালে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং নীতিহীনতা নিয়ে তার একাধিক রচনা সাপ্তাহিক যায়যায়দিনে প্রকাশিত হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে তার একাধিক গবেষণা প্রবন্ধও রয়েছে।

মি. মাবরুর মাহমুদ বিবাহিত এবং তিন সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি টিভি দেখেন, গবেষণা করেন, ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন, এবং পরিবারের সাথে সময় কাটান।

আইএফডি পরিচিতি

IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মূল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. মাবরুর মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মূলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পন্নোত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাত্র। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মূল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বত্রই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ দেখিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপূর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মুল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মুল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাএ আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

[Keyword for Websearch:IFD Special Article 8, Tolerance, Rule of Law, Justice, Religion, Islam, Bloggers]